রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ৬, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০২৪/১৫ শ্রাবণ ১৪৩১

নং **৪১.০০.০০০০.০১৬.২৩.০০৫.২১.১২২**—ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গঠনের প্রত্যয়ে সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য 'বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের পিছিয়ে পড়া ভূমিহীন ও গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের বাসস্থান নির্মাণকল্পে **চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৩** জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ, বি, এম, সাদিকুর রহমান
উপসচিব।

মূল্য : টাকা ১২.০০

'চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৩'

১। নীতিমালার সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

(১) এই নীতিমালা **"চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ নীতিমালা, ২০২৩"** নামে অভিহিত হবে;

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

(১) 'আইন' অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৯;

(২) 'পরিষদ' অর্থ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ';

(৩) 'পরিচালনা বোর্ড' অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিচালনা বোর্ড;

(৪) 'নির্বাহী কমিটি' অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ-এর নির্বাহী কমিটি;

(৫) 'নির্বাহী সচিব' অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ-এর 'নির্বাহী সচিব';

(৬) 'সভাপতি' অর্থ পরিষদের পরিচালনা বোর্ড বা নির্বাহী কমিটির সভাপতি বা, ক্ষেত্রমত, জেলা ও উপজেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি;

(৭) 'সদস্য' অর্থ পরিষদের পরিচালনা বোর্ড বা নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য বা, ক্ষেত্রমত, জেলা ও উপজেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটির কোনো সদস্য;

(৮) 'চা-বাগান শ্রমিক' অর্থ কার্যএলাকায় কোনো সরকারি/মালিকানাধীন চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিককে বুঝাবে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে চা-বাগানের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকগণ চা-বাগান শ্রমিক হিসেবে পরিগণিত হবে;

(৯) 'কার্যএলাকা' অর্থ দেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগে অবস্থিত সরকারি/মালিকানাধীন চা-বাগানসমূহ; এবং

(১০) 'বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ' বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত জেলা এবং উপজেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি।

৩। পটভূমি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।" - বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল' সামনে এনে দেশের পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল মানুষকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিশেষ অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করেছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৫(ঘ) এ "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থ্যাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার" সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে তাঁর মানবদরদী ও বিচক্ষণ দিকনির্দেশনায় দেশের সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে উন্নয়নের মূলস্রোতে আনয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সুবিধা বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ সেবা ব্যবস্থার আয়োজন করা রাষ্ট্রের অন্যতম পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্ব।

চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্রমাগত নগরায়নের ফলে চা-এর অভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিডিপিতে চা-খাতের অবদান প্রায় ১%। গত এক দশকে পৃথিবীতে চায়ের চাহিদা দ্বিগুণ বেড়েছে। এই চাহিদার সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশ, কেনিয়া ও শ্রীলংকা বিশ্বের প্রায় ৫২% চায়ের চাহিদা পূরণ করছে। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প চা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বিদ্যমান ১৬৭টি চা বাগান থেকে ৮৬.৩৯ মিলিয়ন কেজি চা-উৎপাদিত হয় এবং ২.১৭ মিলিয়ন কেজি চা-রপ্তানি হয়। বাংলাদেশে চা-পানকারীর সংখ্যা প্রতিবছর ৬% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশে চা-উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য ১৯৬২ সালে চা-বাগান শ্রমিক অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৭৭ সালে এ অধ্যাদেশের অধীনে চা-বাগান শ্রমিক বিধিমালা প্রণয়নের পর প্রায় ৫৫ বছর অতিক্রম হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ চা-শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ প্রণীত হয়েছে; যার মাধ্যমে কর্মরত স্থায়ী চা-শ্রমিকদের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত হচ্ছে। চা-বাগান শ্রমিক সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তাঁরা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। তাঁদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সদয় আচরণ, সামাজিক মর্যাদা ও জীবনমান উন্নয়নে এগিয়ে আসা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এমতাবস্থায়, পিছিয়েপড়া ও অনগ্রসর চা-বাগান শ্রমিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদের পারিবারিক ও আর্থসামাজিক জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পরিকাঠামোয় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের টেকসই আবাসন নির্মাণ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

৪। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;

(খ) সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি; এবং

(গ) গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের টেকসই আবাসন প্রদান।

৫। কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি

দুঃস্থ, অসহায় ও প্রকৃত গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের শনাক্তপূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি/ মালিকানাধীন চা-বাগান কর্তৃপক্ষ বা মালিক এবং চা-শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এই নীতিমালা অনুসরণপূর্বক গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৬। কার্যএলাকা

দেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগে অবস্থিত সরকারি/ মালিকানাধীন চা-বাগানসমূহে কর্মরত চা-শ্রমিকগণ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবেন।

৭। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক সরকারি/ মালিকানাধীন চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে আবাসন নির্মাণ কমিটির মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। সরকার প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

৮। টেকসই আবাসন নির্মাণ মডেল

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ কর্মসূচিতে গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদেরকে পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অগ্রাধিকারভিত্তিতে গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের নির্বাচনপূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত আবাসন মডেল ও প্রাক্কলিত ব্যয় মোতাবেক টেকসই আবাসন নির্মাণ করা হবে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিচালনা বোর্ড সময়ে সময়ে আবাসন মডেল ও প্রাক্কলিত ব্যয় হালনাগাদ করতে পারবে।

৯। চা-বাগান ও স্থান/ জমি নির্বাচন

(ক) সরেজমিনে যাচাইপূর্বক অধিক সংখ্যক চা-শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় চা-বাগান নির্বাচন করা;

(খ) আবাসন নির্মাণের জন্য সরকারি/ মালিকানাধীন চা-বাগানস্থিত কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে উপযুক্ত স্থান/জমি নির্বাচন করা যাবে;

(গ) সরকারি/মালিকানাধীন চা-বাগানস্থিত কর্তৃপক্ষ স্থান/ জমি প্রদানে অসম্মত হলে চা-বাগান শ্রমিকের নিজস্ব জমিতে সাপেক্ষে অথবা কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুদান/দানকৃত জমিতে কমিটি যাছাইপূর্বক আবাসন প্রদান করা যাবে;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করতে হবে;

(ঙ) সরকারি/মালিকানাধীন চা-বাগান মালিকদের মতামত গ্রহণ করতে হবে; এবং

(চ) সরকারি/মালিকানাধীন চা-বাগান শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

১০। আবাসন প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি

(১) প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

(২) সংশ্লিষ্ট চা-বাগানে কর্মরত চা-শ্রমিক হতে হবে;

(৩) যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধী বা হিজড়া বা এতিম বা ৫০ (পঞ্চাশ)-এর বেশি বয়সের চা-শ্রমিক আবাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

(৪) কমপক্ষে তিন বছর চা-বাগান শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হবে;

(৫) চা-বাগান নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচয়পত্র থাকতে হবে;

(৬) প্রার্থীকে অবশ্যই ১৮ (আঠারো) বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স হতে হবে;

(৭) প্রাপ্ত আবাসন কোনোভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয়। তবে নিজস্ব জমিতে নির্মিত আবাসন বংশপরম্পরায় চা-বাগান শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত/নিয়োজিত নয় এমন উত্তরাধিকারীগণও এই আবাসন ব্যবহার করতে পারবে;

(৮) সরকারি/মালিকানাধীন চা-বাগানস্থিত কর্তৃপক্ষ স্থান/ জমি প্রদানে অসম্মত হলে চা-বাগান শ্রমিকের নিজস্ব জমিতে সাপেক্ষে অথবা কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুদান/দানকৃত জমিতে আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কাগজপত্রাদি থাকতে হবে;

(৯) চা-বাগান শ্রমিকের নিজস্ব জমিতে আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ১০ (দশ) শতাংশের বেশি হবে না; এবং

(১০) বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

১১। প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি

(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে চা-বাগান শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক তালিকা প্রণয়নপূর্বক জেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করবে; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি তালিকা যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদন করবে।

১২। আবাসন বাতিল

নিম্নবর্ণিত কারণে আবাসন বাতিল করা যাবে—

(ক) যদি চা-শ্রমিক পেশা ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে;

(খ) চা-শ্রমিক পেশা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে উক্ত পেশায় প্রত্যাবর্তন না করে;

(গ) আবাসনের জন্য তালিকাভূক্তির পর উহা গ্রহণে ইচ্ছুক না হলে;

(ঘ) সরকার কর্তৃক আশ্রয়ণ প্রকল্প বা অন্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবাসন/গৃহ প্রাপ্ত হলে;

(ঙ) চা-বাগান শ্রমিকের নিজস্ব জমিতে আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ১০ (দশ) শতাংশের বেশি হলে; এবং

(চ) কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুদান/দানকৃত জমিতে আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কাগজপত্রাদি না থাকলে।

১৩। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

(ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ যৌথভাবে পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানপূর্বক এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে;

(খ) জেলা ও উপজেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি এ কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবে। তাছাড়া, বর্ণিত কর্মসূচির বাস্তবায়নের বিষয়ে ত্রৈমাসিক, ষাম্মাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ করবে; এবং

(গ) সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণামূলক বা জরিপ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে এই কর্মসূচি পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে।

১৪। চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি

(ক) উপজেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি

(১)	উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
(২)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(৩)	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৪)	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী	সদস্য
(৫)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(৮)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
(৯)	চা-বাগান মালিক প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন)	সদস্য
(১০)	চা-বাগান শ্রমিক প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন)	সদস্য
(১১)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবেন। তবে কমিটিতে মহিলা কর্মকর্তা বা চা-শ্রমিককে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কমিটির কর্মপরিধি

(১) সরেজমিনে যাচাই করে চা-বাগান নির্বাচন এবং টেকসই আবাসন নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচন;

(২) সুবিধাভোগীর তালিকা প্রস্তুত ও জেলা কমিটির অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরণ;

(৩) অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী মানসম্মত আবাসন নির্মাণ;

(৪) প্রতি দুই মাসে অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন;

(৫) জেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী আবাসন নির্মাণ; এবং

(৬) ০৬ (ছয়) মাস বা ১৮০ (এক শত আশি) দিনের মধ্যে আবাসন নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে জেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি বরাবর সময় বৃদ্ধির আবেদন করতে পারবে।

(খ) জেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি

(১)	সংসদ সদস্য, সদস্যগণ/সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
(২)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(৩)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(৬)	জেলা ত্রাণ পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(৮)	জেলার বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের পরিচালনা বোর্ড সদস্য	সদস্য
(৯)	চা-বাগান মালিক প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন)	সদস্য
(১০)	চা- বাগান শ্রমিক প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন)	সদস্য
(১১)	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য-সচিব

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবেন। তবে কমিটিতে মহিলা কর্মকর্তা বা চা-শ্রমিককে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কমিটির কর্মপরিধি

(১) চা-বাগান ও আবাসন নির্মাণের স্থান অনুমোদন;

(২) চা-বাগান শ্রমিক তথা সুবিধাভোগীর তালিকা অনুমোদন;

(৩) কর্মসূচি বাস্তবায়নে ত্রুটি/প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে অবহিতকরণ;

(৪) সরেজমিনে পরিদর্শনকালে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) প্রতি বছর অন্তত দুইটি সভা আয়োজন;

(৬) উপজেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সময় বৃদ্ধির আবেদন প্রাপ্ত হলে যুক্তিসঙ্গত কারণে সময় বৃদ্ধি অনুমোদনের সুপারিশ করা; এবং

(৭) কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপজেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি হতে সময় বৃদ্ধির জন্য প্রাপ্ত আবেদনের উপযোগিতা যাচাইপূর্বক সুপারিশসহ আবেদন অনুমোদনের নিমিত্ত জেলা আবাসন নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটি নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

১৫। বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ

(১) চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ কর্মসূচির বিগত বছরের কার্যক্রম সার্বিক মূল্যায়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিভাগে বা জেলায় পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে।

(২) টেকসই আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সর্বশেষ অনুমোদিত আবাসন মডেল অনুযায়ী এবং প্রাক্কলিত ব্যয় মোতাবেক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

১৬। নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন

সরকার সময় সময় চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

১৭। সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা

এই নীতিমালার বিষয়ে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বা কোনো সংশয় দেখা দিলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd